

গণস্কুল প্রকল্প

শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, উপযোগিতামূলক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক করে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে গণস্কুল প্রকল্প চালুর যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা খুবই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। গত সোমবার মিজাপুর পাইলট গার্লস হাই স্কুলে দেশের প্রথম গণস্কুল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কালে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ আবদুল মজিদ খান বলেন, গণস্কুল প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসী উভয়ের জন্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসা। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সারাদেশে অনুরূপ ৬২টি প্রকল্প চালু হয়েছে। চলতি বছরে এ ধরনের ২শ স্কুল স্থাপন করা হবে।

শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং উপযোগিতামূলক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে গভীরভাবেই অনুভূত হয়ে আসছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেমন জ্ঞান-অর্জন, মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন, তেমনি তার লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বাস্তবমুখী ও উপযোগিতামূলক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন-যুদ্ধের সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেই হবে সহায়ক। এদিক থেকে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন, উপপাদনমুখী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক করে তুলতে পারলে বেকারত্ব দূর করা, এবং দেশের বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পথই হবে প্রশস্ত।

বর্তমান সরকার গ্রামোন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মান-উন্নীত থানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও হলো গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জনগণের ভাণ্ডার পরিবর্তন। পল্লী এলাকায় থানালোকে গণস্কুল প্রকল্প চালু করা গেলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান এবং গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেও হবে সহায়ক। গ্রামাঞ্চলেই আমাদের দেশের শতকরা পঁচাত্তর জনের বাস, এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই পল্লীর জনগণের দ্রুত ও সমন্বিত উন্নয়ন দরকার। গণস্কুল প্রকল্পের লক্ষ্যও হলো বাছাই করা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত এ-ধরনের স্কুলকে ক্রমান্বয়ে গণশিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সাথে সংযুক্ত করে পল্লীর জনগণের একাত্মতা বাড়ানো, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়ন। আমরা আশা করবো, পরীক্ষামূলক এ প্রকল্প সফল ও সাধক হবে।